প্রবোধ বিয়োগ।

কোন বন্ধু প্রণীত।

কৃপণাং ত্বদধীন জীবিতং। বিনিকীর্য্য ক্ষণ-ভিন্ন-সৌহৃদ॥
নলিনং ক্ষত-সেতু-বন্ধনো। জলসঙ্ঘাতইবাসি নিক্রুতঃ॥

হায় রে! প্রবোধ কত, যতনের ধন।
মাতৃভূমি জননীর, অমূল্য রতন॥
অকালে বিধাতা তারে, করিল হরণ।
কে তাবে ভুলিবে, সে কি, ভুলিবার ধন॥
সকলে স্মরিবে সদা, শোকাকুল মনে।
প্রবোধ পাবে না কভু, প্রবোধ বিহনে॥

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১২ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৭৩ শাল।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের পরমাত্মীয়, দেশহিতৈষী স্বর্গীয় সুহৃদ প্রবোধচন্দ্র মণ্ডলের অকাল বিয়োগের বৃত্তান্ত, ও তাঁহার সদ্গুণ সাগরের বিন্দুমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন বন্ধুবর আমাদের হস্তে ইহার পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করিলে, আমরা স্বর্গীয় সুহৃদের গুণনিকর, ভদ্র ও ধনাঢ্য যুবকগণের অনুকরণীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে সাধারণের স্মৃতিপথে চিরস্মরণীয় রাখিবার মানসে ইহা মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকটিত করিলাম। মৃত বন্ধু অমূল্য হইয়াও কাহার দুষ্প্রাপ্য ছিলেন না, তজ্জন্য আমরা এই পুস্তক খানিও কাহার দুষ্প্রাপ্য করিলাম না। সজ্জন নয়নে, আমাদের শোক-বিহ্বল লেখকের লিপি দোষ অবশ্য মার্জ্জনা হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র. ইতি।

চুঁচুড়া।
৫ আষাড়,
সন ১২৭৩ শাল। } মৃত ব্যক্তির কতিপয় বন্ধু।

এই পুস্তক চুঁচুড়াস্থ ভারতবর্ষীয় শাখা সভায় প্রাপ্তব্য।

ভূমিকা।

মরণ স্মরণে যার, বুক ফেটে যায়।
যার গুণে শোকাগুনে, সতত জ্বালায়।
সেই মৃত বান্ধবেরে, দেখিবার তরে।
চিত্র পটে প্রতিরূপ, কেহ চিত্র করে।
কেহ বা পাথরে করি, প্রতিমা গঠন।
ঘুচায় মনের খেদ, জুড়ায় নয়ন।
কিন্তু তাঁর গুণকথা, সে সব প্রকারে।
জগত ভিতরে কভু, প্রকাশিতে নারে।
মানুষের মানসের, ছবি মনোহর।
কেবা পারে লিখিবারে, বিনা কবিবর॥
চিত্রকর কবিবর, তুল্য কভু নয়।
কবির ছবিতে জীব, জীবনেই রয়॥
আহা! যত্ন সহকারে, যদি কোন কবি।
কবিতায় চিত্রকরে, প্রবোধের ছবি॥
হৃদয়ের তৃপ্তিকর, সেই ছবি হয়।
চিরদিন সকলের স্মৃতিপথে রয়॥
আহা! আমি কবি নই, নাহি কোন গুণ।
তাহে মনে জ্বলিতেছে, শোকের আগুন॥
তাই ভাবি চিত্র করি, কেমনে তাঁহায়।
"প্রবোধ বিয়োগ" লিখে, বুকফেটে যায়॥

প্রবোধ বিয়োগ।

বঙ্গাব্দ ১২৭৩ সালের ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন সময়ে, চুঁচড়ার পরম হিতৈষী, তুলনা রহিত, বহুগুণসম্পন্ন এক পরম মনুষ্য-রত্ন নষ্ট হইয়াছে। সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল "হৃদয়রোগ" নামক ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া, অকালে সেই দিন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কোন্ সময়ে, এবং কি প্রকারে এই সাংঘাতিক রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই; রোগের অলক্ষিত প্রাদুর্ভাব তিনি আদৌ অনুভব করেন নাই; তাঁহাকে একদিনের জন্য মৃত্যুরোগের নিদারুণ যাতনা ভোগ করিতে, অথবা একদিনের নিমিত্ত শয্যাগত হইতে হয় নাই; ক্ষণমাত্র তাঁহার মনে স্বীয় জীবনের প্রতি নৈরাশ্যের আশঙ্কা উদিত হয় নাই। কিন্তু নিদারুণ "হৃদয়রোগ" অলক্ষিতভাবে ক্রমে বলবান হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছিল, কীট-নিষ্কষিত তরুর ন্যায় তাঁহার শরীরকে অসার

করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি, মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বন্ধুবর্গের সহিত হাস্য বদনে নানাবিধ রহস্য-সূচক কথোপকথন করিয়াছেন, তাঁহার অতি প্রিয়তর "ভারতবর্ষীয় শাখা সভার" কার্য্য-বিবরণে মৃত্যুর ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়াছেন; সমাগত বন্ধুগণ মধ্যাহ্ন ভোজনার্থে বিদায় হইয়া, স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলে, আপনি অন্ন প্রস্তুতের আদেশ দিয়া শৌচে গমন করেন: শৌচাগার হইতে প্রত্যাগমন কালে, নিদারুণ কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিল, কাল বুঝিয়া সম্মুখে অকস্মাৎ বদন ব্যাদান করিল; উদরের স্ফীততা ও নিশ্বাসের প্রবলতা এইমাত্র রোগের প্রাণনাশক লক্ষণ প্রকাশিত হইল। পিতা, ভোজনাসনে বসিয়া পুত্রের আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতে-ছিলেন, সম্মুখে প্রাণাধিক পুত্র এই অবস্থায় ভৃত্য-বর্গের হস্তাবলম্বনে সমাগত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, এবং স্বাভাবিক মৃদুস্বরে "পিতঃ! আমি সকলই ধূমাকার দেখিতেছি" এই কথা বলিয়া পিতার বদনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, নির্দ্দয় কৃতান্ত যথার্থই "দুপুরে ডাকাতি" করিয়া চলিয়া গেল! নিকটে কেহই নাই, একাকী পিতা, সম্মুখে সেই অচির-মৃত পুত্র প্রবোধ, তিনি তখন "হা প্রবোধ!

কি করিলি, কি করিলি” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রকৃতি-সরলা স্নেহময়ী জননী কিছুই জানেন না, পুত্রের সামান্য পীড়া আরোগ্য হইবে, এই তাঁহার সরল মনে স্থিরীভূত ছিল, সাংসারিক কার্য্যান্তরে অন্য স্থানে বিব্রত ছিলেন, অকস্মাৎ মস্তকোপরি এই বজ্রাঘাতসদৃশ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়িনী ও ধূলায় বিলুণ্ঠিতা হইয়া পুত্রশোকে অচেতনা হইলেন। পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী, পূর্ব্বে এই সর্ব্বনাশের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, সহসা রোদন শব্দে, দ্রুতগমনে উন্মত্তার ন্যায় এই ভয়াবহ ঘটনার স্থলে সমাগত হইয়া, জীবনের সর্ব্বস্বধন নষ্ট হইয়াছে দৃষ্টে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন; ক্ষণে ক্ষণে চেতন পাইয়া মোহ বশতঃ মৃত দেহে জীবনের সঞ্চার আছে বিবেচনায় বদনে সুশীতল জীবন প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কণ্ঠরোধ দেখিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইতে লাগিলেন। পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীগুলি শোকে বিহ্বল ও দুঃখে বিদীর্ণ-হৃদয় হইতে লাগিল। পুরবাসী পরিজন, স্বজন, আত্মীয়বর্গ, বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার, বৈদ্য প্রভৃতি সকলেই দ্রুতগমনে সমাগত হইয়া, কালের চৌর্য্য-বৃত্তির হৃদয়-বিদারক চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া,

বক্ষে করাঘাত ও হা হা! শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। হায়: হায়! কি পরিতাপ! সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন, পিতা ভোজনাসনে উপবিষ্ট, আর এই মধ্যাহ্ন সময়ে অজ্ঞাত-শোকাবেগ পরিবারের প্রতি বিধাতার কি এই আঘাত!

প্রাণবায়ু প্রস্থান করিলেও প্রবোধচন্দ্রের পূর্ণপ্রভা কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই, তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও কোমলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, অবয়ব কিছু-মাত্র বিভিন্ন ও বিশ্রী হয় নাই, মলিনতা কোন অঙ্গকে আক্রমণ করে নাই, নিমীলিত-নয়নে নিদ্রিতা-বস্থায় অবস্থান ব্যতীত কাহার নয়নে অন্যরূপ প্রতীয়মান হয় নাই। নিদারুণ কাল সার পদার্থ অপহরণ করিয়া স্বজনবর্গকে মোহজালে জড়িত ও ভ্রমে পাতিত করিবার জন্যই যেন এই সকল অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পুনরায় শোভমান হইবেন, নিদ্রাভঙ্গে পুনরায় গাত্রোত্থান করিবেন, পিতার সমভিব্যাহারে এখনই ভোজনে উপবেশন করিবেন, এই ভ্রান্তিজনক আশায় আত্মীয়বর্গ ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করি-লেন! কিন্তু হায়! বিধাতার এই নিদারুণ কঠিন নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয় ঘটনা। যথার্থতঃ ভ্রম ক্রমে

ঘটিলেও সংশোধনের উপায় নাই, এই ভয়ানক ঘটনায় ধরণীস্থ যাবতীয় প্রাণিগণ শত বর্ষ হাহাকার করিলেও বিপরীত বিধান হওয়া কদাপি সম্ভব নহে, জীবন একবার গমন করিলে আর কিছুতেই প্রত্যাগত হয় না; অতএব প্রবোধের মরণই নিশ্চয়।

যে প্রবোধ—পিতার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্র, পরম মিত্র, ও সর্ব্বস্বধন; যে প্রবোধ—জননীর নয়নে জগতের উৎকৃষ্ট পদার্থ, এবং তাঁহার পুত্রবতী নামের সার্থককারী; যে প্রবোধ—সহধর্ম্মিণীর জীবন যামিনীর একমাত্র পূর্ণচন্দ্র, ও তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের পরমারাধ্য অদ্বিতীয় দেবতা; যিনি—ভাই ভগিনীগণের পরম পবিত্র আশ্রয়, এবং মূর্ত্তিমান সৌভ্রাত্র স্বরূপ; যিনি—বন্ধুবর্গের সদালাপের পীযূষ-পয়োধি, ও সমুদয় সুখের আকর স্বরূপ; যিনি—প্রতিবাসীর সমদুঃখ সুখভাগী সুহৃদ, এবং অনুগত ও আশ্রিতবর্গের পিতৃস্বরূপ; যিনি—জনসমূহের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এবং এতন্নগরীয় বর্ত্তমান যাবতীয় হিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান ও বিধানকর্ত্তা; যিনি—অত্রস্থ ভারতবর্ষীয় শাখাসভার সংস্থাপক, এবং সেই সভার সুযোগ্য সম্পাদক; সেই লোচনানন্দদায়ী হৃদয়কুমুদোন্মেষকারী প্রবোধচন্দ্র

চিরকালের জন্য অস্তগত হইলেন; বিধাতা সেই সমুজ্জ্বল সুবর্ণপ্রদীপ নির্ব্বাণ করিলেন; চুঁচূড়ানগর লুপ্তপ্রভ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; লোকের বদনে হাহাকার ও নয়নে বারিধারা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অমরাবতী সদৃশ যে মণ্ডলপুরী প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রভায় শোভমান ছিল, যে ভবন সদা সর্ব্বক্ষণ আনন্দোৎসবে ও হাস্য কৌতুকের কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, যে ভবন সমুদায় মাঙ্গলিক চিহ্নে সর্ব্বদা অলঙ্কৃত ছিল, এবং যে ভবনে সুখ ও সন্তোষ মূর্ত্তিমান হইয়া সর্ব্বদা বিচরণ করিত,—সেই ভবন প্রবোধ ব্যতিরেকে এখন শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন, স্বজনগণের হাহাকার রবে প্রতিধ্বনিত, এবং পুরবাসিদিগের নয়ন-জলে পরিষিক্ত হইতেছে। উৎখাত-রত্নখনির ন্যায়, অস্তচন্দ্র-আকাশের ন্যায়, এবং অপহৃত-সরোজ-সরোবরের ন্যায়, সেই মণ্ডল পুরী প্রবোধবিহীন হইয়া, তিমিরময় ও শোভাহীন হইয়াছে। কাল ধীবর যথার্থই এই রত্নাকর সদৃশ মণ্ডল পরিবার হইতে মুক্তাবর হরণ করিয়াছে, যথার্থই এই পদ্মাকর হইতে প্রফুল্ল কনক পদ্মটী চুরি করিয়াছে। যে ভবনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হইত, সেই ভবন এখন যেন গ্রাস করিতে

আসিতেছে, হৃদয়বিদীর্ণ করাই যেন এখন তাহার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। সন্তোষ ও সুখ মঙ্গল-পুরী একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং শোক ও সন্তাপ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, দৃঢ়তর যাবতীয় লোকের বক্ষঃস্থল বিদারণ করিতেছে।

প্রবোধ দুই বৎসর অতীত হইল, একদা বালেশ্বরের উদ্যানে, ব্যায়াম পরিচালনা করণ সময়ে, হৃৎপিণ্ড সংযুক্ত শিরায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েন; তৎপরে সামান্যরূপে ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাঠিন্য, ও দ্রুতগমনে ক্লেশ বোধ হয়, এবং শরীর নিস্তেজ হয়। সেই মূল শিরা হইতে যে পরিমাণে রক্ত বহির্গত হইয়াছিল, তাহাতে আর নূতন রক্ত সঞ্চারিত হইত না, ক্রমে শরীরে রক্তাভাবে মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ আশ্রয় করিল। বিষম চিন্তাই এরোগের প্রবলতার কারণ, ক্রমে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। গত বৎসর শ্রাবণমাসে, বিষয় কর্ম্মানুরোধে, পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বালেশ্বরে গমন করিতে বাধ্য হয়েন. তিনি বিদেশস্থ হইয়া প্রিয়তম পরিবারের অদর্শন জন্য মনকে ভাবনা সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বিষম দুশ্চিন্তা সেই সময় রোগের ভয়ঙ্কর অনুকূল হইয়াছিল,—রোগও সময় পাইয়া প্রকাশিত হইল।

প্রবোধ বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসে এখানে প্রত্যাগমন করেন, এবং চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থানুসারে, জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থে, মুঙ্গেরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দুইমাস অবস্থানের পর, রোগের কোন প্রতিবিধান না হইলে, চুঁচুড়ার ভবনে পুনরাগমন করেন। অনতি বিলম্বেই রোগ মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবলরূপে প্রকাশিত হইল, মৃত্যুর বিংশতি দিবস পূর্ব্বে বিজ্ঞবর ডাক্তর বেলি সাহেবের হস্তে চিকিৎসার্থে সমর্পিত হইলেন, তখন অসাধ্য রোগ শিবের অসাধ্য হইয়াছে, বেলির সাধ্যে কি হইবে। কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পঞ্চদশ দিবস তাঁহার পরামর্শানুসারে অগত্যা আলয় মধ্যে বদ্ধ রহিলেন, এবং আমোদ প্রমোদ গীতবাদ্য ইত্যাদিতে অন্যমনস্ক থাকিতে লাগিলেন;—কিন্তু কৃতান্তের অন্যমনস্কতা কোথা? সে, সময়ে স্বকার্য্য সাধন করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না। প্রবোধ স্বজনবর্গের হৃদয়ে অন্যবিধ রোগ স্থাপন করিয়া, স্বয়ং "হৃদয়-রোগ" হইতে মুক্ত হইলেন;—হায়! কি ভয়ানক রোগ!

বিবিধ গুণরাশি, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, যশোবন্ত শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল, স্বীয় উপার্জ্জনে অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন,—তিনি এদেশীয় ধনাঢ্য শ্রেণীভুক্ত, এবং সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রেরই পরিচিত,—বালেশ্বর অঞ্চলে তাঁহার নানাবিধ সম্পত্তি, ও বিস্তৃত জমিদারী আছে,—তৎপ্রদেশে তিনি "পদ্মরাজা" নামে বিখ্যাত; প্রবোধ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। বঙ্গাব্দ ১২৪৭ সালে, প্রবোধ বালেশ্বরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অতি শৈশবাবস্থায় পিতা-মাতার অঙ্ক পরিত্যাগ করণান্তর, বিদ্যাধ্যয়ন জন্য এতন্নগরে আগমন করেন। তিনি কলিকাতার হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; এবং বাণিজ্যকর্ম্মানুরোধে, উড়ে, তৈলঙ্গী, ও তামিল ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, পিতার আদেশে তাঁহার বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। সেই কালাবধি ক্রমাগত চুঁচুড়া, কলিকাতা, ও বালেশ্বরে পর্য্যায় ক্রমে অবস্থান করিয়া, বিবিধ বিষয়ে যথাযোগ্য উপযুক্ত হইয়াছিলেন, পদ্মবাবু স্বীয় যাবতীয় বিষয়ের গুরুতর ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সুখের সময়ে বিধাতা এই বিষম বাদ সাধন করিলেন;—তিনি, পদ্মবাবুকে

দুষ্প্রাপ্য সুখের পথে, অনেক দূরে আনিয়া, অকস্মাৎ দীপটী নির্ব্বাণ করিয়া পথকে নিতান্ত দুর্গম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। প্রবোধ ২৮ বৎসর বয়ঃক্রমে অবনী হইতে অদৃষ্ট হইলেন। আহা! পদ্মবাবুর কি সুখে কি বঞ্চনা! পুত্রশোকে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও বিদীর্ণ হইল।

প্রবোধের গুণ লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি এই নবীন বয়সে প্রবীণের ন্যায় অনেক মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন! স্বদেশের হিতসাধন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এতন্নগরে ভারতবর্ষীয় শাখা সভা সংস্থাপন করাই তাহার এক অখণ্ড প্রমাণ। তিনি সেই সভার সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়া, দেশের মঙ্গলজনক কার্য্যকলাপে এতাদৃশ বিব্রত থাকিতেন, এবং তাহার অনুরোধে পৈতৃক বিষয় কর্ম্মে এতাদৃশ তাচ্ছল্য করিতেন, যে তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা পারিবারিক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত; কিন্তু তাঁহার মহদাশয় কিছুতেই ভগ্ন হয় নাই। তিনি এবম্বিধ কার্য্যকলাপে বন্ধুবর্গের সমুচিত সাহায্য অভাবে কতই আক্ষেপ করিতেন, কতই অনুযোগ করিতেন, এবং কতই পরিতাপিত হইতেন। সভার মঙ্গলোদ্দেশে মনোনিবেশ

করাই, বন্ধুবর্গের স্থানে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা, আকিঞ্চন ও অনুরোধ ছিল। সভাই তাঁহার সকল আমোদের স্থল ছিল, সভার কার্য্যে তাঁহার কোন প্রকার বিরক্তি, অপমান, বা অভিমান ছিল না, সভারই কার্য্য তাঁহার দিবারাত্রের জল্পনা, ও একান্ত চিন্তার বিষয় ছিল। হায়! কি চমৎকার মহৎ স্বভাব! তিনি কেমন কৌশলে ও কেমন মিষ্ট বচনে, লোককে দেশহিতকর ব্যাপার সমূহে আনুকূল্য-দান স্বীকার করাইতেন এবং কেমন কৌশলেই বা সে সকল দান সংগ্রহ করিতেন; তিনি সভার আয়-বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের নিমিত্ত, কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। আহা! সে ধনে কত মাঙ্গলিক কার্য্য সাধন হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে। বিগত "মারিভয়" ও "বাত্যার রিলিফ ফণ্ডে" সভার প্রদত্ত যে কিছু সকলই তাঁহার স্বযত্ন-সঞ্চিত সম্পত্তি। গত বৎসরের অধিকাংশ কাল, বালেশ্বরে তাঁহার অবস্থিতি জন্য, সভার তাদৃশ উপযুক্ত কার্য্য কিছুই হয় নাই, তজ্জন্য তিনি কতই অনুতাপ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগত হইয়া সভার ভার সম্পূর্ণরূপে পুনর্গ্রহণ করত দৃঢ় পরিশ্রমের সহিত মঙ্গলকর কর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান

হইতেছিলেন, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদানে সভ্যগণকে উত্তেজনা করিতেছিলেন, এবং এ বৎসরের ভাবী ভয়ানক বিপদের ভয় নিবারণের জন্য সভার হস্তে সমুচিত অর্থ সংগ্রহের উপায় করিতেছিলেন, এমত সময় চুঁচুড়ার চিরবৈরী বিধাতা সেই কুসুমিত তরুবরকে এক কালে নির্মূল করিয়া ছেদন করিলেন, সভা তাঁহার আশ্রয় ছায়ায় বঞ্চিত হইয়া একেবারে দুর্দশাগ্রস্ত হইল; বস্তুতঃ প্রবোধই সভার জীবনস্বরূপ ছিলেন।

বালকবৃন্দের বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার যদ্রূপ যত্ন ছিল, তাহা বাক্যেরদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না; তাঁহার প্রগাঢ় প্রযত্নেই এতন্নগরীয় বিনাশোন্মুখ "শিশুশিক্ষালয়" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহারই বিশেষ সাহায্যে তাহার সমুচিত শোভাবর্দ্ধন হইয়াছে, তাঁহারই একান্ত অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি একটী বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণের বাসনায়, আপন আবাস ভবনের সম্মুখে এক খণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্রয়ের অনুষ্ঠানপত্র পর্য্যন্ত হইয়াছিল, এখন কে বা আর সেই বস্তু ক্রয় করিবে, তিনিই

বা কোথায়, আর তাঁহার সাধের " শিশুশিক্ষালয়ই " বা কোথায় রহিল।

অবলা বামাকুলের প্রতি তিনি কতই অনুকূল ছিলেন। এখানকার " বালিকা বিদ্যালয়ের " প্রথম উদ্‌যোগ কর্ত্তাই প্রবোধ। এই মাঙ্গলিক সদনুষ্ঠানের মহদভিপ্রায় তাঁহারই গৌরবান্বিত হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে সমুদিত হয়। তিনিই ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। আহা! তাঁহার শিক্ষাকৃষ্ট হৃদয় হইতে কত প্রকার আশাতীত ফল এবং তদ্দ্বারা সময়েং জন্মভূমির কতই উপকার হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা অকালে কূলঙ্কষ কাল নদের উদরশায়ী হইল।

প্রবোধ, পিতৃ সম্পত্তি হইতে নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত যে কিছু বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, সকলই দেশের মাঙ্গলিক ব্যাপারেই ব্যয়িত হইত; অপব্যয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না; সৎকর্ম্ম ও পরোপকার-সূচক কার্য্যে উচিত মত সাহায্য করিতে না পারিলেই তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনা হইতেন, এবং বিশেষ বন্ধুর নিকট তদ্বিষয়ক আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদভিপ্রায়ের দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল; তিনি পিতৃ জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইলে,

প্রজাবর্গ প্রচলিত দেশীয় প্রথানুসারে "নজর" প্রদানে প্রার্থনা করিলে, প্রথমে তিনি, তদ্গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, পরে পারিষদ্ লোকের ও প্রজাবর্গের নিতান্ত উত্তেজনা পরতন্ত্র হইয়া অগত্যা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু উপ-ঢৌকনের টাকা সংগৃহীত হইলে, তিনি তত্তাবৎ প্রজাবর্গেরই চির উপকারার্থে বালেশ্বরের বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন, স্বীয় ব্যয়ার্থে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নাই। আহা! এমন প্রজাবৎসল রাজা কি আর হয়!

দেশের মঙ্গলার্থে তাঁহার মনে যে সকল অভি-লাষ ছিল, জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিলে, এবং তাঁহার পৈতৃক প্রচুর ধনের স্বত্ব-ভোগী করিলে, সে সকল অবশ্য সুসিদ্ধ হইয়া, স্বদেশের যথেষ্ট উপকার হইত; কিন্তু সর্ব্ব-সংহারক ক্রূর কাল, করাল-গ্রাস বিস্তারপূর্ব্বক, মঙ্গল কার্য্যের কল্পনারূপ আধেয় সম্বলিত আধার একেবারেই উদ-রস্থ করিল; এখন তিনিই বা কোথায়, আর তাঁহার সদন্তঃকরণের সে সকল কল্পনাই বা কোথায়।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনাঢ্য যুবক মণ্ডলীর মধ্যে প্রবোধের ন্যায়, সুশীল, সচ্চরিত্র, ও সরল ব্যক্তি

প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন। তাঁহার অন্তঃকরণ, স্নেহ দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের আকর স্বরূপ, এবং সৌজন্য ও সরলতায় পরিপূর্ণ ছিল। পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণ সমুদয় তাঁহার হৃদয় নিলয়কে নিরন্তর অলঙ্কৃত ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি, যথার্থই যেন শান্তিগুণ মূর্ত্তিমান হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র নির্ম্মল চরিত্র নিতান্ত তুলনা রহিত। কদাচার ও কুসংসর্গ ক্ষণকালের নিমিত্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কুপ্রবৃত্তি কদাপি তাঁহাকে কুপথে পদার্পণ করায় নাই, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও কুটিলতা কাহাকে বলে তাহা তিনি কখনই জানিতেন না, অহঙ্কার তাঁহার মনে কদাচিৎ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার বদন-কমল সর্ব্বদা হাস্যে বিকশিত, ও নয়ন লজ্জায় আবৃত থাকিত, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ করুণারসে নিরন্তর পরিপূর্ণ ছিল। ক্ষমা তাঁহার মানসক্ষেত্রে এতাদৃশ বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে অপরাধী ভৃত্যবর্গও কখন তাঁহার ভ্রূভঙ্গীমাত্রও অবলোকন করে নাই। তিনি কাহার তোষামদে বশীভূত হইতেন না, আত্ম-বিষয়ে অন্যকৃত সাধুবাদে আনন্দ প্রকাশ করিতেন না, এবং পরনিন্দায় কদাপি কর্ণপাত করিতেন না।

তিনি পরিহাসাদি সময়েও অন্য নিন্দাভয়ে বাক্য-প্রয়োগ বিষয়ে যথোচিত সাবধান হইতেন। তিনি সমুদয় সদ্গুণের আকর স্বরূপ ছিলেন। পর-দুঃখ বিমোচনে তিনি. ়্যথ্যানুসারে যত্ন করিতেন, পরের কাতরতা দর্শনে তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা নির্গত হইত। তিনি সমীপস্থ সামান্য ব্যক্তিকেও যার পর নাই সমাদর করিতেন, তাঁহার নিকট ধনাঢ্য ও দুঃখীর ইতর বিশেষ ছিল না, তিনি পরিচিত সকল ব্যক্তিকেই নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন, সহাস্য ও প্রফুল্ল বদনে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন, সকলকে স্বযোগ্য স্বাধীনতা ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিতেন, তিনি প্রভূত ধন-শালী হইয়াও আপনাকে অতি সামান্যের ন্যায় বোধ করিতেন। বাস্তবিক তাঁহাতে কোন প্রকার দোষের লেশ মাত্র ছিল না, এবং সজ্জন-সুলভ যাবতীয় সদ্-গুণের মধ্যে একটীমাত্রেরও অসদ্ভাব ছিল না।

প্রবোধের ন্যায় প্রণয়ী ব্যক্তি জগতে অতি বিরল। তিনি বন্ধুবর্গের সদ্ভাবে ও প্রণয়ালাপে যে পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহা বচনাতীত। বন্ধুবর্গ তাঁহার আলয়ে সমাগত হইলে, তিনি কতই সমাদর ও কতই যত্ন করিতেন, এবং তাঁহাদের

পরিতোষার্থে কতই ব্যস্ত হইতেন; তিনি অন্যের সম্মান ও সমাদর করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অভিমানের লেশ মাত্র ছিল না, তিনি সাধু সচ্চরিত্র ও দেশহিতৈষী মনুষ্যের নাম শ্রবণ করিলে, যে প্রকারে হউক তাঁহার সহিত আলাপ ও বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া আহ্লাদে আপ্যায়িত হইতেন, এবং স্বীয় সরলতা গুণে সেই নবপরিচিত বন্ধুকে যাবজ্জীবনের জন্য বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেন; বাস্তবিক যে ব্যক্তি প্রবোধের সহিত একবার মাত্র সদালাপ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিবেন না, তাঁহার মরণে অবশ্যই তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে;—ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের আর কি মহদ্গুণের সম্ভাবনা হইতে পারে! সমাগত বন্ধুগণ বিদায়ের প্রার্থনা করিলে, তিনি কাতরতা ও বিষণ্ণতা প্রকাশ করিতেন, সদা সর্ব্বক্ষণ যে বন্ধুর সহিত একত্র থাকিতেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সদালাপ তিনি দুর্লভ জ্ঞান করিতেন। আহা! এমন হৃদয়-প্রীতিকর স্নেহময় বন্ধু আর হয় না! যে ব্যক্তি প্রবোধের সহিত প্রণয়ালাপ না করিয়াছেন, তিনি জগতের একটী সার সুখ ভোগে বঞ্চিত রহিলেন; তাঁহার তুল্য মিষ্টভাষী ব্যক্তি

কোথাও দুষ্ট হয় না, খলের অন্তঃকরণও তাঁহার বচনামৃতে আর্দ্র হইয়া যাইত। ধরণীতে প্রবোধের মিত্র ব্যতীত শত্রু দৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, নাম মাত্রও শ্রুতিগোচর হয় না, বিশ্বনিন্দকের বদন হইতেও প্রবোধের সুখ্যাতি সাধুবাদ ও যশোঘোষণা উদ্গীত হইতেছে। মনুষ্যের আর অধিক কি হইতে পারে? আহা! এমন স্নেহময় বন্ধুর বিয়োগে, বন্ধু কি, মনুষ্য-মাত্রেই হাহা শব্দে যাবজ্জীবন আক্ষেপ করিবেন।

দোষ-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ আনন্দোৎসবে প্রবোধের যথেষ্ট আমোদ ও অনুরাগ ছিল। তিনি সংগীত বিদ্যার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। দেশের কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে মনোহর গান গুলিতে তিনি সর্ব্বদা আমোদ করিতেন। স্বদেশের হিতসাধন করাই তাঁহার এক মাত্র সংকল্প বিধায়, তিনি আমোদচ্ছলেও সেই মহদভিপ্রায়-সাধনের চেষ্টা করিতেন। এই নগরে, দেশের মঙ্গলোদ্দেশে, ও লোকের অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ আনন্দরস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে,যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় পরিদর্শিত হয়, প্রবোধই তাহার প্রধান উদ্যমকারী ও সুত্রপাতকর্ত্তা। তদ্বিষয়েও

তাঁহার পারদর্শিতা নগরস্থ জনগণের অন্তঃকরণে অদ্যাপি জাগরূক আছে। যাহা হউক একাধারে এতাদৃশ গুণ সমূহের অবস্থান অতীব আশ্চর্য্য !

প্রবোধ দৃঢ় পরিশ্রমী ছিলেন ; সৎকর্ম্মসাধন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরাম ছিল না ; তিনি তাহাতে কদাপি আপনাকে পরিশ্রান্ত বোধ করিতেন না ; আরব্ধ বিষয়ে তাঁহার আদৌ আলস্য ও ঔদাস্য ছিল না ; তিনি অভিপ্রেত কর্ম্মের সূত্রপাত করিয়া কিছুতেই তাহা হইতে হস্ত উত্তোলন করিতেন না, এবং শতং বিঘ্ন দর্শন করিলেও তাহা হইতে অন্য-মনা বা ভগ্নোদ্যম হইতেন না।

শিল্প কর্ম্মে প্রবোধের চমৎকার নৈপুণ্য ছিল। তিনি ব্যবহারোপযোগী আবশ্যক অনেকানেক দ্রব্যাদির জড়তা, জটিলতা, ও ব্যবহার-কাঠিন্য বিমোচন করিয়া, অতি সহজরূপে স্বীয় বুদ্ধি ও শিল্পশক্তিতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি, বাষ্পীয়-শকট, বৈদ্যুতীয়-তার, ও গ্যাসের আলোকের সামান্য অনুরূপ করিয়া, অন্তঃপুরবাসী পরিজনদিগের আনন্দোৎপাদন ও দর্শন-কৌতুক নিবারণ করিয়া-ছিলেন। তিনি, উত্তরদিগ নির্দ্দেশক "কম্পাস" প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তিনি সজীবের ন্যায়

কৃত্রিম পশু, পক্ষী, কীট, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া লোকের কতই কৌতুক বর্দ্ধন করিতেন। তিনি, অতি পরিপাটী "বহুরূপীর" নানাবিধ বেশ ধারণ করিতে পারিতেন, এবং তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে বন্ধু-বর্গের সহিত কতই রহস্য করিতেন। তিনি "ভোজ-বাজীতে" যথার্থই একজন বাজীকর ছিলেন; তাঁহার বাজীতে কে না বিমোহিত হইত! তিনি, গান বাদ্যে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিতে ছিলেন, সময়ে তদ্বিষয়ে পারদর্শী হইতেন তাহার সন্দেহ নাই।

প্রবোধ মূর্ত্তিমান দাম্পত্য-প্রণয়রূপে জগতে বিচরণ করিয়াছেন; তিনি, এই নগরীয় স্বযোগ্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় কোন সুকুমারী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন কন্যার পিতা মাতা, এতাদৃশ সর্ব্ব-গুণাকর ঐশ্বর্য্যশালী সুযোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া-ছিলেন; এবং কন্যাদানের সমূহ সুফল সম্যকরূপে সম্ভোগ করিতেছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে এই সাতিশয় আহ্লাদকর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়াতে সুখের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল;—কিন্তু প্রতিকূল বিধাতা অকারণে অকালে তাহার প্রতিরোধ করিলেন,

নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপদ্বারা সেই সম্বন্ধ ছেদন করিলেন, এখন উভয় পরিবার উভয়ের শোক ও কাতরতার কারণ হইয়া জগতে অবশিষ্ট রহিলেন। প্রজাপতি, এই জায়াপতীকে সংযোজিত করিয়া, তাঁহার ভ্রান্তি-রহিত নির্ব্বন্ধ প্রণালীর চমৎকার প্রমাণ দর্শাইয়া-ছিলেন। গুণবতী ও বিনয়িনী ভার্য্যা, পতির অসীম সৌভাগ্যের লক্ষণ, এবং বশম্বদ ও অনুকূলপতি, কামিনীর জন্ম জন্মান্তরীয় অসংখ্য "পাশুপত ব্রতের" সুমধুর ফল, প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার সুকুমারী পতি-প্রাণা পত্নী উভয়েই এই অখণ্ডণীয় সুদৃঢ় সংস্কারের দৃষ্টান্তের স্থল হইয়াই যেন পৃথিবীতে বিচরণ করি-তেছিলেন। তাঁহাদের প্রণয় অতি মধুর, বিমল, এবং অতিশয় বিরল পদার্থ। এই প্রণয়, সাংসারিক দম্পতী প্রেমের আদর্শ স্বরূপ, স্বর্গীয় সুখের সোপান স্বরূপ, এবং এক অনির্ব্বচনীয় উৎকৃষ্ট নূতন পদ্ধ-তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই পবিত্র প্রেম, বিশ্বভুক ক্রূর কালের হৃদয়ে আর সহ্য হইল না, সে নিষ্ঠুর এই অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ আর দেখিতে পারিল না, দম্পতীর সুখ যেন তাহার হৃদয়ে শেলবৎ আঘাত করিল, আর অমনি সে নির্দয় নিদারুণ আঘাতে সেই প্রণয়াধার ভগ্ন করিয়া ফেলিল, আধেয়

প্রণয়সুধা বিনষ্ট হইয়া গেল। ব্যাধহত-চক্রবাক-বিরহিত চক্রবাকীর ন্যায়, এখন সেই পতি-বিয়োগ-বিধুরা সুশীলা বালার দুঃখে দৃষ্টিপাত করিলে, মানবদেহ মাত্রেই চৈতন্য কদাপি অবস্থান করে না; তাঁহার ব্যাকুলতায় হৃদয় বিদীর্ণ ও অন্তরাত্মা দগ্ধ হইয়া যায়! আহা! সংসার বিষয়ক শত শত সংকল্প দ্বারা অতিমাত্র দুরারোহিণী আশ্রিতালতা সম্প্রতি সেই আশ্রয় তরুর অভাবে ধরাতল শায়িনী ও ধূলায় অবলুণ্ঠিনী হইয়া রহিয়াছেন! আহা! সেই মৃতকল্প স্বর্ণলতার অবস্থা দর্শন করিলে কোন্ পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তির হৃদয়, শোকে বিদীর্ণ, ও কারুণ্য রসে উচ্ছলিত না হয়! স্বর্ণ পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে, পিঞ্জরস্থ প্রবোধশুক পলায়ন করিয়াছে; হায়! এখন সেই শূন্য পিঞ্জর অবলোকন করিলে, কতই বিষাদ আর কতই পরিতাপ উপস্থিত হয়। সংসারে এমন কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, অদ্যাপি এরূপ প্রবোধ বচন রচনা হয় নাই, এবং এমন সুমধুর বাক্যেরও সৃষ্টি হয় নাই, যে, সেই প্রবোধ-বিহীনা প্রবোধপ্রিয়া দুঃখিনী বালার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রবোধ ব্যতিরেকে তদ্দ্বারা প্রবোধ দেওয়া যায়! প্রবোধ তাঁহার সকল সুখের আধার, জীবনের সর্ব্বস্ব ধন,

আহা! সেই ধন নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের শোকানল কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে, তাঁহাকে এখন যাবজ্জীবনের জন্য সেই অনলে দগ্ধ হইতে হইবে। আহা! রাজমহিষী হইয়া এখন চিরদুঃখিনী হইলেন।

প্রবোধ, পৃথিবীতে একটী মাত্র দুইবৎসর বয়স্কা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন! আহা! সেই অবলা বালিকা কিছুই জানেনা! তাহার পিতা যে কি পদার্থ ছিলেন, সেই পিতার মনে যে কি অসীম অপত্য-স্নেহ সঞ্চারিত হইত, এবং সে যে পিতার কত আহ্লাদের ধন, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না; পিতার আদর কিছুমাত্র উপভোগ করিতে পারিল না; দুগ্ধ-পোষ্য অবলা এই বয়সে লালন ও সোহাগের উৎকৃষ্ট অংশেই একেবারে বঞ্চিত হইল। আহা! বিধাতা তাহার ললাটে পতি-বিয়োগ-কাতরা জননীর নয়ন-জল-সিক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইবার লিপিকরণ কেন করিয়াছিলেন! নবাঙ্কুরিত তৃণাভ্যন্তরে কীট প্রবেশ করিলে তাহার যেমন দুরবস্থা হয়, এই বালা দিন দিন তেম্‌নি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; অগ্নি—জ্ঞানহীন ব্যক্তির হস্তকেও দগ্ধ করে, শোকাগ্নি—এই অজ্ঞাত-দুঃখাবেগ বালিকার শরীরে ইহার বিলক্ষণ সাক্ষ্য

প্রদান করিতেছে। প্রবোধ এই নব কুমারীর অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত মধুময় আধ আধ বচনে কত আনন্দই উপভোগ করিতেন; আহা! কি দুঃখ! যে "বা-বা-বা" শব্দে তিনি পুলকে পরিপূর্ণ হইতেন, এখন সেই সুকুমারী মাতৃ-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, সেই "বা-বা-বা শব্দ করিলে, দুঃখিনী জননী অমনি বদনে হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরিতেছেন, সে শব্দ এখন বজ্রাপেক্ষাও ভীষণ বোধ হইতেছে! এ অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? আহা! সেই রাজকুমারী এখন দুঃখিনীর বাছা হইল!

আহা! প্রবোধের যদি একটী পুত্র থাকিত, তাহা হইলে দুঃখিনী জননীর সন্তাপ-সাগরের একটী ভেলাও হইত, অস্ত-চন্দ্র তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে একটী মাত্র ক্ষীণপ্রভা তারারও কার্য্য করিত; কিন্তু বিমুখ বিধাতা যাহাকে বঞ্চনা করেন, তাহার আশা তরুর মূল মাত্রও রাখেন না।—এই দম্পতীর একটী পুত্রও হইয়াছিল, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিধাতার এই নিদারুণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, পিতামাতার বক্ষঃস্থলে পুত্রশোক স্বরূপ সন্তপ্ত-শলাকা নিক্ষেপ করিয়া পরলোক গমন করে।

বিধাতা প্রবোধকে কেন এত অল্পায়ুঃ করিয়া-

ছিলেন ; অল্পায়ুঃ করিয়া কেনই বা তাঁহাকে এতাদৃশ সদ্গুণ সমূহের একাধার, ও সমুদয় সুখের আকর স্বরূপ করিয়াছিলেন ; কেনই বা তাঁহাকে এতাদৃশ সুখের সংসারে ও সুখের অবস্থায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন আর কেনই বা তাঁহাকে এতাদৃশ অল্পভোগী করিয়াছিলেন। হে বিধাতঃ, তোমার সৃষ্টিতে কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই ? জীবের জীবনকাল কি কোন নিরপেক্ষ নিয়মের অধীন নহে ? কি কোন মূলীভূত কারণের কার্য্য স্বরূপ নহে ? এ সমস্তও কি তোমার একমাত্র অদ্বিতীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য? বালকবৃন্দের ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় মানবকুল কি তোমার ক্রীড়া পদার্থ ? বালক ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া সম্বরণ করিলে, পুত্তলিকা যেমন যথাস্থানে পড়িয়া থাকে, মনুষ্যগণের প্রতিও কি তোমার সেইরূপ নিয়ম ও ব্যবহার ? হে বিধাতঃ! প্রবোধকে সৃষ্টি করিবার তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল! তুমি কি মনুষ্যরত্ন-নির্ম্মাণ—দক্ষতা পরিচয় প্রদানের জন্য তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে? তুমি কি সাধুকুলের আদর্শ স্বরূপ তাঁহাকে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছিলে ? তবে তুমি কেন এত ত্বরায় সে ধন প্রতিহরণ করিলে ? তা নয়, প্রবোধ, তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায়ের মূর্ত্তিমান অন্ত-

রায়, তোমার অনভিমত কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিয়া যথার্থই তোমার কোপাগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিল। কিন্তু বিধাতঃ! জনসমূহ এমন কি উৎকট পাপগ্রস্ত হইয়াছিল, যে, যাহা হইতে তাহারা শত শত উৎকৃষ্টতর সুমধুর ফল প্রত্যাশা করিতেছিল, সেই আশাতরু একাঘাতে সমূলে নির্মূল করিলে। যদি অপরের দুরদৃষ্ট ও দুষ্কর্ম্মের ফলে, প্রবোধের অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা সাতিশয় অযৌক্তিক ও অন্যায়। অল্পায়ুঃ ও অল্পভোগ যদি মনুষ্যের ইহ জন্মের কোন দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হয়, তবে উপস্থিত ঘটনায় সেই নিয়মের সম্যকরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে;—কারণ নিষ্কলঙ্ক প্রবোধচন্দ্রে কলঙ্কের লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। তবে জন্মান্তরীয় কার্য্যকলাপ, কারণ রূপে, যদি পর জন্মে সম্বন্ধ সংস্থাপন করে তাহার নির্দ্দেশ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, বিধাতঃ সে সকল কেবল তুমিই জ্ঞাত আছ। যাহাহউক জননি জন্মভূমি "চুঁচুড়া", তুমি অতি দুর্ভাগ্যবতী! বিধাতা প্রতিনিয়তই তোমার প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তোমারই দুর্ভাগ্য এই অনিষ্টকর ঘটনার একমাত্র কারণ। প্রবোধ মাতৃভূমি-স্নেহ-বশীভূত হইয়া তোমার

সৌভাগ্য সম্পাদনার্থে একান্ত যত্নবান হইয়াছিলেন, আর সে যত্নের হ্রাস ও ক্ষয় ছিল না সময়ে অবশ্যই তাহা সফল হইত, এবং তোমার দুরদৃষ্ট বিমোচন হইত, সুতরাং বিধাতার লিপিও নিষ্ফল হইত; জননি! তজ্জন্যই বিধাতা তোমার সেই সোণার পুত্র অপহরণ করিলেন, ও তোমার ক্রোড় একেবারে শূন্য করিলেন। তোমাকে এখন আর কে পুত্রবতী বলিবে; গুণিগণের পরিচয় স্থলে যাঁহার নাম হঠাৎ স্মৃতিপথে আগত হয়, এমন পুত্রদ্বারাই জননীকে পুত্রবতী বলা যায়। আহা! জননি, তোমার এমন পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ইহার ক্ষতি বিধান আর কোন কালেই হইবার নহে।

হে বিধাতঃ! তোমার এই অনিষ্টকর কার্য্যের আর কোন প্রতিকার নাই, তোমার এটী ভ্রমের কার্য্য হইলেও সংশোধনের উপায় নাই; এখন তুমি যে কোন কারণে, যে কোন অচিন্তনীয় অভিপ্রেত কার্য্যসাধনের জন্য সেই অমূল্য পদার্থ পৃথিবী হইতে অপহরণ করিয়া থাক, তুমি পরম যত্ন সহকারে সেই অমূল্য রত্নের সমাদর করিও; তোমার অধিকারে স্বর্গপুরে যদি কোন অনির্ব্বচনীয় অনন্ত সুখের স্থান থাকে তবে সেই রত্নকে সেই স্থানে সংস্থাপিত করিও,

সেই রত্ন যথার্থই দেবরত্ন, সুরলোকের সমুজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপ, পরমেশ্বরের পরম পূজ্য পাদপদ্মে উপহার প্রদানের পবিত্র সম্পত্তি।

প্রবোধ, আমার অভেদাত্মা। পরম বন্ধু, পরমাত্মীয় অদ্বিতীয় স্নেহাস্পদ-সম্বন্ধধারী, প্রাণাধিক সহোদরাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! প্রবোধ অভাবে আমি সকলই শূন্যময় দেখিতেছি, সংসার নিতান্ত অনিত্য বোধ হইতেছে, স্বীয় শরীর বহনেও ভারবোধ হইতেছে। আমি যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হই, সুখ যদি স্বেচ্ছানুসারে আমার সেবা করে, দশ দিক্ যদি আমার যশে পরিপূর্ণ হয়, তথাপি প্রবোধ অভাবে আমার মনে ক্ষণমাত্র সন্তোষের উদয় হইবে না। এ জন্মের মত প্রবোধ আমাকে সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, প্রবোধ আমাকে মর্ম্মবেদনায় জর্জ্জরিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর নিদারুণ সন্তাপ সদা সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয় নিলয়ে প্রজ্জ্বলিত থাকিবে, কিছুতেই তাহা নির্ব্বাণ হইবে না, সন্তোষ কিছুতেই আর সেই স্থলে অভিষিক্ত হইবে না।

বিধাতা যদি বিনিময় গ্রহণে প্রবোধকে পুনঃপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, হাস্যবদনে শমন সদনে গমন করি, আমার প্রাণ বিসর্জ্জনে যদি সেই অবলার পতিশোক, সেই পিতা মাতার পুত্রশোক, এবং স্বদেশের নিতান্ত অমঙ্গল নিবারণ হয়, তবে আমি আহ্লাদ সহকারে তাহা এখনই স্বীকার করি।

অকৃত্রিম প্রণয় ও নিরঙ্কুশ স্নেহেরই বা কি চমৎকার ধর্ম্ম। প্রগাঢ় প্রণয়িদ্বয়ের প্রীতি উভয়ের মৃত্যু ব্যতীত এ জগত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। প্রায় মাসাতীত হইল প্রবোধ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তথাপি আমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষের ন্যায় সন্দর্শন করিতেছি, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সহিত সদালাপ করিতেছি, ভ্রমক্রমে কত বার "প্রিয় প্রবোধ" লিখিয়া পত্রারম্ভ করিয়াছি, মনে সততই বোধ হইতেছে যে তিনি অবনী পরিত্যাগ করেন নাই, যেন তিনি কার্য্যানুরোধে বালেশ্বরে অথবা জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থে পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছেন, ত্বরায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু এ সকল আমার নিতান্ত অলীক আশা, এ কেবল ঐশিক মায়া ও প্রবল স্নেহের

মিথ্যা চিন্তা মাত্র। ভৌতিক দেহে, মায়াজালে জড়িত থাকিয়া, আমি কিছুতেই আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না; দৈহিক ধর্ম্মে যাবজ্জীবন হাহা শব্দে আক্ষেপ করা ব্যতীত আমার আর অন্য সাধ্য কিছুই নাই।

এখন জগদীশ্বর প্রবোধের দুগ্ধপোষ্য কুমারীকে চিরজীবিনী করুন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিকলাপ চিরস্থায়ী করুন, আর মরণান্তে আমার আত্মাকে তাঁহার সহিত মিলিত করিবার বিধান করুন, আমার এই মাত্র প্রার্থনা।

সমাপ্ত।